এসো চুল খুলে পথে নামি, এসো উল্লাস করি!

অভিজিৎ রায়

অবশেষে এলো সেই স্বপ্নপূরণের দিন! বহু কাঙ্খিত এ দিন। এই তো আজ থেকে চার বছর দু মাস আগে - ২০০০ সালের ১০ ই নভেম্বর- শাহারিয়ার হোসেন (বিদ্যুৎ) নামের ছেলেটি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতের তৎকালীন দ্রুতগামী বোলার শ্রীনাথকে যুঝতে, পা রেখেছিল এক বর্ণিল স্বপ্নময় অথচ বন্ধুর পথে; বাংলাদেশকে নিয়ে হাটি হাটি পা পা করে প্রবেশ করেছিল 'টেস্ট ক্রিকেট' নামক অনিশ্চিত এক জগতে - যে জগতের বাসিন্দা ইমরান খান, কপিলদেব, সুনিল গাভাস্কার, কালীচরন, লয়েড, লিলি, বয়কটের মত একসময়ের স্বপ্নের তারকারা। তারপর সবুজ ঘাষের উপর দিয়ে শত সহস্র বল গড়িয়ে গেছে - শ্রীনাথ অবসর নিয়েছে, জাভেদ মিয়ানদাদ পাকিস্তান টিমের কোচিং থেকে বহিস্কৃত হয়েছে, তেন্ডুলকারের হ্যামস্ট্রিং এর চোট কিংবা ইঞ্জেমামের আলসেমী আরও বেড়েছে, ভুমিকম্প এসেছে, বন্যা-প্লাবনে ভেসে গেছে দেশ, কোথাও বা আবার সুনামী আঘাত করেছে - কিন্তু বাংলাদেশের জয় আসেনি- সোনার হরিণ অধরাই থেকে গেছে!

মাঝে একটিবারের জন্য উঁকি দিয়েছিল প্রত্যাশার সূর্য -মেঘের আস্তরণ ভেদ করে - পাকিস্তানের মূলতানে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাফল্যের রোদ আর আর ওঠেনি। আম্পায়ারের বিমাতাসুলভ আচরণে আর গ্রেট 'ইঞ্জি'র অতি-দানবীয় ইনিংসে মেঘলাই থেকে গেছে বাংলার ক্রিকেটের 'ভাগ্যাকাশ' - ক্রমশঃ ঢেকে গেছে আরো গাঢ় অমানিষায়। একটা সময়

টেস্টে বাংলাদেশের অবস্থা এমনই সঙ্গীন হয়ে উঠল, আই সি সি বোধ হয় রীতিমত লজ্জাই পেয়ে গেল বাংলাদেশকে 'অযথা' এত তাড়াহুড়ো করে 'টেস্ট স্ট্যাটাস' দিয়ে দেওয়ায়। আর লজ্জা না পেয়ে কীই বা উপায়! পারফরম্যান্স তো অমন আহামরি কিছু নয়! অভিষেক টেস্টের পরে বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট খেলেছিল বাইরের মাটিতে - জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে। এই দু'ম্যাচের প্রথমটিতে ৯ উইকেটে হারার পর দ্বিতীয়টিতে আবার তারা নাকাল হয় এক ইনিংস আর ৩২ রানে। এর পর থেকে বাংলাদেশ টিমের সাথে 'ইনিংস পরাজয়' ব্যাপারটা যেন 'গৎবাধা' একঘেয়ে এক ধ্রুপদী সঙ্গীতে পরিণত হয়েছিল! গত বছর মে মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে এসে প্রথম টেস্টটি খেলার আগ পর্যন্ত ২৭ টি টেস্ট খেলেছিল বাংলাদেশ- তার মধ্যে ২টি বাদে সবক'টি টেস্টই যথারীতি হেরেছিল; আর চোদ্দটি হার ভীষণ লজ্জাকর সেই 'ইনিংস পরাজয়'। যে দুটি টেস্টে বাংলাদেশ পরাজয়ের বৈতরনী পেরিয়েছিল -সে দুটিও নিজেদের দক্ষতায় নয়, প্রকৃতিদেবীর কল্যাণে! এহেন একটি দলকে নিয়ে নভোজ্যোৎ সিধুর মত ভদ্রবেশী 'চৌকশ' ক্রিকেট তারকারা ঠাট্টা-তামাসায় মেতে উঠবেন তা আর আশ্চর্য কি! ঠাট্টা-তামাসা, শ্লেষ, বক্রোক্তির মাত্রা এতটাই বেড়ে গেল একটা সময় যে, বাংলার ক্রিকেট-পাগল জনতা তার প্রিয় দলটিকে দেওয়া 'টাইগার' উপাধিটির জন্য লজ্জিত আর অনুতপ্তই হচ্ছিল বোধহয় একটা সময়।

কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে, হঠাৎ করেই ঠাট্টা তামাসার 'মাছি' গুলোকে যেন লেজের ঝাপটায় তাড়িয়ে দিয়ে ঘুমন্ত 'টাইগার' একটা সময় উঠে দাঁড়ালো। তার এই উঠে দাঁড়ানোর, ঘুরে দাঁড়ানোর প্রথম আভাস কিন্তু পাওয়া গেল ভারতের বিরুদ্ধে সদ্য-সমাপ্ত একদিনের সিরিজে। একটি ম্যাচে তো ভারতকে হারিয়েই দিল তারা। সারা ক্রিকেট বিশ্ব হতচকিত হয়ে নতুন ভাবে আবিস্কার করল অন্য এক রাজিন সালেহ, হাবিবুল বাশার, মাশরাফি আর মোঃ রফিকদের! তখন থেকেই মনের গহীনে একটা সুপ্ত প্রত্যাশা জন্ম নিয়েছিল কি জিম্বাবুয়েকে টেস্ট ক্রিকেটে হারানোর? হবে হয়ত।

যে যাই বলুক, জিম্বাবুয়ের সাথে বাংলাদেশ কিন্তু এই টেস্টটি খেলেছে আক্ষরিক অর্থেই 'বাঘের মত'। এক ধাক্কায় প্রায় পাঁচশ'র মত রান করে ফেলল প্রথম ইনিংসেই। যে দেশটি খেলতে নেমে এতদিন 'ইনিংস পরাজয়' নামক জুজুর ভয়ে কুঁকরে যেত, সেই বাংলাদেশই ইনিংস পরাজয়ের দশ মনি বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার ভয় দেখাতে শুরু করল প্রতিপক্ষকে। এ যেন এক নতুন বাংলাদেশ! সৌভাগ্যক্রমে ফলোওয়ান বা ইনিংস পরাজয় কোনটার গ্লানিই পোহাতে হয়নি জিম্বাবুয়েকে, কিন্তু তারপরও বাংলাদেশ ম্যাচটি জিতেছে বলতে গেলে অনায়াসেই। ১০ ই জানুয়ারীর টেস্ট ম্যাচের শেষ দিনটিতে কাজের পাশাপাশি 'ক্রিক-ইনফো'র ওয়েবের পাতাটিকে (http://www.cricinfo.com/) চালু রেখেছিলাম সকাল থেকেই। 'বল-টু-বল' ধারাভাস্যে জিম্বাবুয়ের শেষ ব্যাটসম্যানটি এনামুল হকের বলে আউট হওয়ার সংবাদটি ভেসে ওঠার সাথেই কম্পিউটার বন্ধ করে মনের অজান্তেই জেমসের বাঁধন-হারা গানটি গেয়ে উঠেছি -

এসো চুল খুলে পথে নামি, এসো উল্লাস করি....
দুঃখিনী দুঃখ কোর না, দুখিনী....

সত্যই 'দুখিনী' বাংলাদেশকে নিয়ে দুঃখ করার আছে আসলে অনেক কিছুই; আছে দারিদ্র্য, আছে বন্যা, আছে মঙ্গা, আছে দুর্নীতি, আছে মৌলবাদ। তবু ১০ ই জানুয়ারী দশম টেস্ট খেলুড়ে দেশটির প্রথম টেস্ট জয়ের খবর যেন সব কিছু ছাপিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমায় - 'জীবনের শেষ সীমান্তে'! আর ভাসাবে নাই বা কেন? আজকের এই অভিজিৎ যে ছোটবেলায় স্বপ্ন দেখত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, শিক্ষক নয়, স্বপ্ন দেখত ক্রিকেটর হওয়ার! এ অভিজিৎ ছোটবেলায় কত কিছুই না করেছে ক্রিকেটের জন্য! পাড়ায় পাড়ায় ক্রিকেট খেলে বেড়ানো, স্কুল ফাঁকি দিয়ে স্টেডিয়ামে গিয়ে রকিবুল হাসান, নান্নু, আকরাম, আতাহার আলী, বুলবুলদের খেলা দেখা থেকে শুরু করে বন্ধুদের সাথে অনর্থক তর্ক-বিতর্ক, বচসা, মারামারি আর বাংলাদেশের আই. সি.সি জয়ের পর পতাকা হাতে মিছিল...। এ অভিজিৎ চোখের সামনে দেখেছে নির্মাণ স্কুল ক্রিকেটে তাদের স্কুলের সাথে নবকুমার স্কুলের পরাজয়ের পর জাভেদ ওমর বেলীমের (আজকের বাংলাদেশের টেস্টের ওপেনিং ব্যাটসম্যান) কান্না। দেখেছে নির্মাণ স্কুলের সেমিফাইনাল ম্যাচে 'ড্যাবরা' রফিকের ভয়ঙ্কর পেস বোলিং এর সামনে (অনেকেই জানেন না আজকের জাতীয় দলের 'স্পিনার রফিক' তার স্কুল জীবনে আর পরবর্তীতে ঢাকা লিগেও একটা সময় কী প্রচন্ড গতিতে পেস বোলিং করতেন) তাদের দলের ম্রীয়মান ক্ষুদে ক্রিকেটরদের মুখ। এ অভিজিৎ চোখের সামনে দেখেছে আজকের বাংলাদেশ জাতীয় দলের নিয়মিত সদস্যদের অনেকেরই 'বড় হয়ে ওঠা', যে সদস্যরা আভিভাবকের বকুনীতে কিংবা মধ্যবিত্তিয় 'ভবিষ্যতের ভাত কাপড়ে'র চিন্তা'য় অভিজিতের মত ক্রিকেটকে প্রত্যাখান করেনি, বরং ভালবেসে শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে থেকেছে আপনজনের মতই; বিভিন্ন চড়াই উৎরাই পেরিয়ে পাইয়ে দিয়েছে বাংলাদেশকে গর্বিত টেস্ট স্ট্যাটাস, আর শেষপর্যন্ত এই গৌরবোজ্জ্বল বিজয়ের আস্বাদন। বাংলার ক্রিকেটের সেই সব বীর যোদ্ধাদের আরেকটিবার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন!

আর অভিনন্দন জাতীয় দলের সদস্যটির গর্বিত মা কে, যিনি সারা জীবনের পর্দা ভেঙ্গে সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর ছেলের আর দেশের সাফল্যে উদ্বেলিত হয়ে।

জয়তু বাংলাদেশ! জয়তু বাংলাদেশের ক্রিকেট!!!

১১- জানুয়ারী-২০০৫